প্রথম প্রকাশ
১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৭

প্রকাশিকা
শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী
তীর্থংকর গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
আরাধনা প্রিণ্টার্স
১০/২ নারায়ণ রায় রোড
বড়িশা কলিকাতা ৮

"Father, father pity take
Never will I poetry make."

—আমার পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সম্পাদকের বক্তব্য

এ বই-এর সম্পাদনার কাহিনীটি বড় করুণ। তার কারণ চুয়াত্তরেই এ বই প্রকাশ হওয়া উচিৎ ছিলো কিন্তু প্রতিকূলতার মধ্যে তা থেমে পড়ে। এর পর গত বছর যখন আমি এ বই প্রকাশের উদ্যোগ নিই তখন কবি রোগসজ্জায় হঠাৎ-ই মৃত্যুর হিমশীতল অনুভূতি স্পর্শ করে গেলো তাঁকে। আবার সেই থেমে পড়া। শেষ-মেষ সম্পাদনার ভার নিজেই নিজের হাতে তুলে নিলাম। সঙ্গে নিলাম আমাদের নিজেদের মুদ্রন সংস্থা 'আরাধনা প্রিণ্টার্স-কে। তাই এই বই আরাধনা প্রিণ্টার্স-এর তরফে কবির প্রতি তার মরণোত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

তিন-চারশো কবিতা থেকে কিছু কবিতা বেছে নিয়ে তৈরী হয়েছে 'বেলাভূমির স্বপ্ন'। এ বই-এর কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন মানসিকতায় লেখা। কাব্যের আঙিনায় সব কবিতা হয়ত 'কবিতা' নাও হয়ে উঠতে পারে ; পূর্ণ সংখ্যা নাও পেতে পারে, তবুও স্বীকার করতে বাধা নেই, কবি নলিনীকান্ত কবিতার ক্ষেত্রে একটা নিজস্ব ধারা চিরকালই বজায় রাখতে চেয়েছেন ;—চেয়েছেন, ভালো কবিতার প্রতি সম্মান দেখাতে। সে কারণে তাঁর কবিতা পড়তে বারবার ভালো লাগে। তাঁর রোমাণ্টিক কবিতাগুলি তাই বড় বেশী মনকে প্রেমিক করে তোলে। স্পর্শকাতর করে তোলে পাঠক সমাজকে।

এ বই-এর বেশ কিছু কবিতা সাময়িক পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমি বিশেষ করে সেগুলোর ওপর জোর দিয়েছি, কারণ সেগুলো কবির স্বনির্বাচিত কবিতা। আমি তাই শুধুমাত্র গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করেছি।

যেহেতু এ বই-এর সম্পাদনার কাজ আমি নিজের বিচার বুদ্ধিতেই করেছি,—তাই সুখ্যাতি বা অখ্যাতি যাই পাওনা হোক্ না কেন,—তা আমারই প্রাপ্য, একান্ত আমারই। সম্পাদনার কাজে যাদের সাহচর্য্য না পেলে চলতো না,—তারা আমার দুই সহোদর শ্রীমান দীপঙ্কর ও শুভঙ্কর—তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছাড়া এ বই প্রকাশ সম্ভব হোত না।

সম্ভব হোত না তাঁদের উদ্যোগ ছাড়া, যাঁরা আমাকে বারংবার উদ্যোগী করে তুলেছেন এ বই প্রকাশে, তাঁরা হচ্ছেন—কবিপত্নী শ্রীমতী প্রতিমা গাঙ্গুলী, সুসাহিত্যিক শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় কবি নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এ বই প্রকাশনার ব্যাপারে আমি এঁদের কাছে ঋণবদ্ধ হ'য়ে রইলাম।

আজ কবির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। তাই আজকের দিনেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ তুলে দিলাম রসপিপাসু পাঠক সমাজের হাতে। সদিচ্ছার সাথে একে গ্রহণ করলেই হবে কবির মৃত আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন।

সকল কবি ও পাঠক সমাজের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ইচ্ছে ছিল

ইচ্ছে ছিল মনের মত বাঁচার
শাড়ী গাড়ি ডিনার পার্টি ঃ
উপঢৌকন পরিপাটি—
কাট্‌বে সময় দিবাস্বপ্নে
পুচ্ছ তুলে নাচার।
ব্যাঘ্র আমি, কিন্তু সে তো
জু গার্ডেনের খাঁচার।
এরই পিছু হলাম হন্যে,
একটু কৃপা পাবার জন্যে
ভাল-মন্দ যা কিছু সব—
সোঁদর বনে পাচার।
হা অদৃষ্ট, এখন আমি
নিজের নিয়েই নাচার
কোথায় গেল স্বপ্ন আমার
ইচ্ছে মত বাঁচার !!

প্রত্যয়

মাঝে মাঝে মনে হয় এ-জীবন চায়ের পেয়ালা
প্রাণের প্রাচুর্যে-ভরা. স্বপ্নময়, সুগন্ধ মদির
উচ্ছল প্রেমের ধর্মে। যেন এক ক্ষুব্ধ বারিধির
উত্তপ্ত উল্লাস নিয়ে ত্যাগে স্থৈর্যে গন্ধ-মধু ঢালা।
ফেনিল উচ্ছ্বাসে গড়া জীবনের তীব্র ব্যর্থ জ্বালা
মুহূর্তে উধাও কোথা,- নেমে আসে শান্ত সুনিবিড়
প্রশান্তির স্বপ্ন রাজ্য। ডেকে ওঠে প্রেমের তিতির
হৃদয়ের বালুতটে। জীবনের এই নাট্যশালা
মুখরিত ছন্দে-গানে, প্রেমে-পুণ্যে, সম্পদে-সোহাগে।
জীবন রসিক আমি। ক্ষণে ক্ষণে করেছি আস্বাদ
হৃদয়ের পান পাত্রে প্রেমের নির্যাস,—তিক্ত কষা
অম্ল মধু লবণাক্ত বিরহ-বিস্বাদ—অনুরাগে
অভিষিক্ত বর্ণে-গন্ধে-রূপে-স্বাদে। তবু তো সহসা
পূর্ণচ্ছেদ আসে নেমে, - নিঃশেষিত সব স্বপ্নসাধ।

অন্ধকারকে ভালবাসি

আমি অন্ধকারকে ভালবাসি ঃ
মেঘে ঢাকা পিচকালো অন্ধকার ।
আমার চেতনার পরতে পরতে জমা করা
ওই দক্‌দকে লাল ক্ষতগুলো,—
সব ঢাকা পড়ে যাবে
অন্ধকারের তরল প্রলেপে ।
তখন লজ্জায় মুখ ঢাকবো না
দিনের আলোর বে-আব্রু কদর্যতায় ।

আমি সাহসে ভর দিয়ে ঝাপ দেবো
অন্ধকারের তুল্‌তুলে বুকে,—
ছিনিয়ে আনব একমুঠো
সরস আশ্বাস ।
তারপর, হাসতে হাসতে তা ছড়িয়ে দেবো
পৃথিবীর চোখে, মুখে, সমস্ত দেহে ।
ভিজে-ভিজে প্রেমে জেগে উঠবে
লক্ষ লক্ষ কচি কচি প্রাণ ।

অন্ধকারের প্রেমিক আমি ।
অন্ধকারেই জীবনের প্রবেশ-প্রস্থান !

মমি

আমাকে বাঁচতে দাও,
যেমন করে তোমরা বেঁচে আছ।
জীবন, মৃত্যু, প্রেম—ও-সব
এখন মূল্যহীন। তোমরা একবারটি খুলে দাও
আমার বুকের ওপরে-আঁটা কাঠের ডালাটা।
দেখবে, আমি বেঁচে উঠেছি
ইতিহাসের কাঁধে ভর দিয়ে ;
আমার কংকালের গা বেয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহে রক্ত ছুটবে ঃ
তাজা, টক্‌টকে লাল রক্ত।
ছুরি চালিয়ে দেখো সে-রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে
বেরিয়ে এসে তোমাদেরই হাত, বুক, মুখ
কলুষিত করবে ;—কলুষিত করবে তোমাদের
খেয়াল-খুশীতে গড়া খুনে সভ্যতাকে!
ইতিহাসের মিথ্যা পলেস্তারা দিয়ে আর
ঢাকতে পারবে না আমাকে।

ইতিহাসের সাক্ষী আমি।
একবার ডালাটা খোলা পেলে
ছুটে বেরিয়ে এসে পার হয়ে যাব
পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমারেখা ;
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বোলে বেড়াব ঃ
পৃথিবীর মানুষ এখন খুনী, কাপুরুষ,—
আমার চেয়েও অনেক অসহায়।

প্রণাম জানাই

শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার দু'হাতে ঠেলে
পূর্ব দিগন্তে নব-সূর্যোদয়।
হে সূর্যসারথি, আগামী দিনের অগ্রদূত—
আকাশ, মাটি, জল,—বাংলার প্রত্যেকটি ধূলিকণা
আজ তোমার পবিত্র স্পর্শে ধন্য,—'বঙ্গবন্ধু' তুমি।
পদ্মার উত্তাল তরঙ্গে-ধ্বনিত তোমার জীবন মুক্তির উদাত্ত আহ্বান
এপারে গঙ্গার কুলুকুলু প্রবাহে প্রতিধ্বনিত।
আমি শুনেছি, বন্ধু—শুনেছি ওপার-বাংলার সাতকোটি
ভাইবোনের সম্মিলিত কণ্ঠের সুমহান্ 'জয়বাংলা' ধ্বনি।
ওরা চলে, এগিয়ে চলে মাতৃমুক্তির দুর্বার আকর্ষণে ঃ
কত গ্রাম, নদী, পর্বত,—কত চড়াই-উৎরাই, মহামারী,
মন্বন্তর পার হয়ে,
সে শুধু তোমারই নামে, বন্ধু—তোমারই প্রেমে!

পূর্ব দিগন্তে নব-সূর্যোদয় ঃ
বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাংলার নব-ইতিহাস শুরু,
সে-ইতিহাস রচিত হবে লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী নরনারীর রক্তের স্বাক্ষরে।
আজকের এই ধ্বংস স্তূপের ওপরেই গড়ে উঠবে জাতির ভবিষ্যৎ,
নবীন আশার উজ্জ্বল আলোয় ভ'রে উঠবে এ-পৃথিবী ;
উন্মত্ত, হিংস্র পশুরা তখন লজ্জায় আত্মগোপন করবে নির্জন
গুহা-গহ্বরে।

হে ইতিহাসের প্রাণপুরুষ—
যুগ-সন্ধিক্ষণের এই পরম লগ্নে
তোমাকে জানাই আমার ব্যথিতচিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ঘুড়ি

ধরতাই দিলে মঞ্জুলা।
তারপর টাল খেতে খেতে ঘুড়িটা উড়তে লাগল,
কখনো চেত্‌তাই, কখনো কান্নিক,—
আমার কিন্তু চলছে সমানেই হ্যাঁচকা টান ঃ
মাথা-উঁচু তো সজোরে টান, আর
গোৎ খেলেই সুতোর ঢলতাই।
লাটাইটা তখনো মঞ্জুলারই হাতে।

একটু ফুর্‌ফুরে হাওয়া পেলে ঘুড়িটা উড়বে,—
তর্‌তর্‌ কোরে উড়বে।
আর, আমার এই সতরঞ্চি-ঘুড়িটা ঃ
রঙ্‌-বেরঙের কত না ওর বাহার,
ভোঁকাট্টা করবে ওই চাপরাশ, পেটকাট্টি, ময়ূরপঙ্খীটাকে-ও
মঞ্জুলা যে এখন আমারই পাশে।

হাওয়া লেগেছে,—বড় এলোমেলো হাওয়া।
সাহসী হাতে উত্থান-পতনকে বাঁচিয়ে
উঠ্‌তি-ঘুড়িটাকে কেটে দিলাম ঃ
মঞ্জুলা খুশী। ওরা বললে,—দুয়োক্কো,—ওতো টানামানি,
আমি নিশ্চুপ।
এবার উড়িয়ে চলেছি ঘুড়িটা, এক্কেবারে দৃষ্টিসীমানার পার,
যেন মঞ্জুলারই কপালের টিপ।
ওপাশের হ্যাংলা ঘুড়িটা বারবার তাড়া করছে,—

আমি ও প্রস্তুত,—মঞ্জুলার হাতে লাটাইটা দিয়ে
কখনো সমানে সুতো ছাড়া, কখনো সজোরে পিছনে টান।

ভোঁকাট্টা :—শেষ পর্যন্ত আমারটাই গেল কেটে :
টাল খেতে খেতে একেবারে নাগালের বার,—
হয়তো এক সময় মাটিতেই লুটিয়ে পড়বে ঘুড়িটা।
চেত্‌তা খেতে খেতে সমানে নীচেতে নেমে আসছে
মঞ্জুলা কিন্তু লাটাইটা তখনো ঘুরিয়েই চলেছে।

প্রাচীন বট

অনেক অনেক এলোমেলো চিন্তার
জট আমার চারিদিকে ঃ
দোকানে বাজারে কলেজে সিনেমায়
খেলার মাঠে আফিস পাড়ায়—
এমনকি আমার শোবার ঘরেও।
ভাবি ঃ এই চিন্তাগুলোকে
কোনো ধারালো ছুরির ফলায়
মন থেকে একেবারে ছেঁটে ফেলি।
কিন্তু, তা পারি কই ?

বুদ্ধির শলাকা দিয়ে একটা একটা কোরে
পাকগুলো খুলে ফেলা, আর
তারপর, বিশ্বাসের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে
উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ঃ আমি মুক্তপুরুষ।
একেবারে নির্বিকল্প ভাবসমাধি !

আমার স্থাবর চিন্তাগুলোকে
মনের গভীরে বন্দী রেখে
বেরিয়ে এলাম জড় জগতে।
পার কোরে দিলাম
কত দিন রাত্রি মাস বর্ষ যুগ যুগান্ত।
শেষে একদিন নিজেই আবিষ্কার করলাম
চিন্তাগুলো সব কখন ঝুরি ফেলে
এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে, আর
তারি মাঝখানে আমি সমাহিত,
যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের
এক প্রাচীন বট !

এই মন

এই মন আকাশ-নীল বিষণ্ণ
এই মন আবীর-লাল দিগন্ত
এই মনেই বর্ষা-মেঘ জমকালো
অবুঝ মন, সবুজ মন, উধাও-পাখী
—মন আমার !

এই মনে কতই ছবি এঁকেছি
ব্যর্থতার তীব্র জ্বালা ঢেকেছি
প্রিয়ার প্রাণে প্রেমের আতর মেখেছি
চটুল মন, রাতুল মন, আকাশ-মাটি
—মন আমার !

মনে মনে ভাবি আমি একান্তে ঃ
মন নিয়ে আর চলবে খেলা কতই দিন ?
মনের ঘরে বন্দী হৃদয় অন্তরীণ
রিক্ত মন, মুক্ত মন, আকুল-আঁখি
—মন আমার !

ইচ্ছা নদী

তুমি যদি হতে পার
শ্রাবণের কূলভাঙা নদী,
আমিও পেরিয়ে যাব
কালের অবধি ঃ
মিশে যাব বানে-ঢাকা
দিগন্তের শেষে—
অবুঝ উল্লাসে প্রাণ
এক হ'য়ে মেশে !
তোমার উত্তাল ঢেউ-এ
অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস,—
আমার বিস্তৃতি মাঝে,
তোমারি প্রেমের অবকাশ
নিরুদ্বেগ ইচ্ছা হয়ে জাগে ঃ
শত অনুরাগে !
তুমি নদি, ইচ্ছা হয়ে
ছুটে যাও সাগর-সঙ্গমে—
আমিও নিঃশেষ হব
স্থাবরে-জঙ্গমে !

মিছিল

পার হয়ে এল ঃ
দুর্গম পথ। নিশ্ছিদ্র রাত্রি। দুর্ভেদ্য আফ্রিকা।
মুক্তির সংগ্রাম চোখে মুখে—
ওরা অবুঝ অশান্ত বিদ্রোহী জনতা।
সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর পথে পথে ওদের পরিক্রমা,
গুহা-গহ্বরের আরণ্য হুংকার ওদের মিলিত কণ্ঠে।
এমনিভাবেই ওরা এগিয়ে এল। ইতিহাসের বুকে পা দিয়ে ;
কত গ্রাম নদী পর্বত চড়াই-উৎরাই মহামারী মন্বন্তর পার হয়ে,
বিংশ শতাব্দীর জনাকীর্ণ পিচ-ঢালা রাজপথে।

ইন্‌কিলাব্‌ জিন্দাবাদ্‌।
এগিয়ে চলে সুকান্ত বিশাখা মহীন্দর রোশেনারা সুলেমান
আর, পরাণ মণ্ডল পিটার বালকৃষ্ণ লাংচু আরো কত কে।
ওরা চলে। এগিয়ে চলে মহানগরীর রাজপথ ধ'রে—
হাতে মুক্তির নিশান। দু'চোখে দুরন্ত শপথ ঃ
বাঁচার মতো বাঁচবো। লড়াই কোরে বাঁচবো।
তোমার শাসন মানব না।
মরার আগে মরব না।

মিছিল নগরী কোলকাতা। দুঃস্বপ্নের নগরী কোলকাতা।
শান্তি বিপন্ন! শাসন বিপন্ন! সভ্যতা বিপন্ন!
রুখতে হবে ওই সব দুর্বিনীত আইনভঙ্গকারীদের ঃ
রুদ্ধ পথ। স্তব্ধ গতি। আকাশভেদী চিৎকার।

জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে কে হারে, কে জেতে।

দুম্ ··দুম্···দুম্ ! বারুদ ধোঁয়া বন্দুকের গর্জন !

লুটিয়ে পড়েছে সুকান্ত। লুটিয়ে পড়েছে বিশাখা। হাজার হাজার শোভাযাত্রী

মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা লড়ছে সুকান্ত : জল-জল-জল।

কোথায় জল ?···

টলতে টলতে এগিয়ে এসেছে বিশাখা :

স্বহস্তে তুলে ধরেছে তার উদ্ধত স্তন

সুকান্তর শুষ্ক ঠোঁটে ;

তারপর, ঢলে পড়েছে অন্তিম শয্যায়।

পথচারীরা নির্লিপ্তভাবে বলেছে : কী বিরাট এই মানুষের মিছিল।

খেলনা-রেল

এ যেন খেলার রেলগাড়ি ঃ
এক কেন্দ্রে শুরু আর,
ফিরে ফিরে একই কেন্দ্রে পাড়ি !
অসহায় মুহূর্তেরে অবজ্ঞায় শুধু চোখ-বোজা
নিরুদ্বেগ চিন্তা নিয়ে,
আবর্তের মাঝে পথ খোঁজা ।
ভ্রাম্যমান্ যাত্রী এক ।   অদৃষ্টেরে সাক্ষী রেখে
ঘুরে মরি ঠিকানাবিহীন—
ছকে-বাঁধা এ-জীবন ।   তবু বেদুইন ।
সবই আছে, কিছু নেই,—শুধু পথচলা,
মাঝে মাঝে ইষ্টিশানে পৌঁছানোর
মিথ্যা ছলাকলা ।
তারপর, ফের শুরু অদৃশ্য হাতের সেই
গোলকধাঁধার কারসাজি ।
মনে ভাবি, এইবার করবই বুঝি মাত
জীবনের সব ক'টা বাজি !
বার বার পাক খাই
দমদেওয়া রেলগাড়ি চ'ড়ে,
হঠাৎ পৌঁছে যাই—
ফেলে-আসা পুরাণো শহরে !

এত আলো, এত প্রেম

এত আলো, এত প্রেম
কোথায় ছিল ?
আশ্চর্য্য প্রেমের আলো
উদ্ভাসিত হৃদয় বন্দরে,
মুহূর্তে উধাও যেন
পুঞ্জীভূত জীবনের গ্লানি ঃ
রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরম আশ্বাস
জীবনের ভয় ভাবনা—নিশ্চিহ্ন, নিষ্কৃতি।
কোথা থেকে এল এই ঝলমলে আলো !

হৃদয়ের প্রাণকেন্দ্রে কোটি সূর্য
পেল সেকি ছাড়া ?
শতাব্দীর অন্ধকার মুছে গেল
যাদুমন্ত্র-বলে।
দুঃখ শোক জরা মৃত্যু
নেই কোনখানে—
রক্ত কণিকারা সব
গতিময় উদ্দাম অস্থির।
কেন তবে দ্বন্দ্ব দ্বিধা
ব্যর্থতার রুদ্ধ অভিমান,
অন্ধ অবিশ্বাস নিয়ে ভয়ে-ভয়ে পথচলা ?
জটিল পৃথিবী, আজ,
দিকে দিকে বিপন্ন বিস্ময় ;
তবুও জীবন খোঁজে মুক্তির আশ্বাস ঃ
কোথা আলো, কোথা প্রেম।

এই ক্ষণ-শাশ্বতের বিমুগ্ধ বৈভবে
আমি আজ মৃত্যুঞ্জয় অভ্রান্ত অভীক।

মজা নদী

এই নদী হতো যদি বিতস্তা বিপাশা,
এখানেই বিছাতাম প্রাণের শিবির ঃ
রোজ ভোরে ডেকে যেত দোয়েল তিতির
আলোর প্রত্যাশা নিয়ে—
সব কথা স্বপ্ন হয়ে ঝরে যেত
কুয়াশার ঘোমটা-ঢাকা বালিয়াড়ি ঘিরে,
আর আমি মুগ্ধ চোখে নিজেকেই দেখতাম,
স্বচ্ছ নীল নদীর মুকুরে।

এই নদী হতো যদি ভাদ্রের পদ্মার মতো উদ্দাম,
একখানি জেলে-ডিঙি বেয়ে বেয়ে
শিলাইদহের তীরে ঘুরে বেড়াতাম।
ঢেউ-এ ঢেউ-এ মাতামাতি, অসতর্ক মুহূর্তের ভাগ্য বিপর্যয়,
বিশ্ব কবির চোখে জানতাম
জীবনের আর এক বিস্ময় !

আমার এ মজা নদী। এর কোন পাইনাকো ঠিক,
এ যেন আমারই মজা মনের শরিক ঃ
কবে কোন্ চিড়-খাওয়া পাহাড়ের ঢালে
প্রাণের উচ্ছ্বাস নিয়ে ঝর্ণা হয়ে
নিজেকে বহালে।
তারপর কত বাধা,—স্তব্ধগতি, উত্থান-পতন,
তবুও চলার নেশা। শীর্ণকায়া হয়েছে কখন—
সব কিছু দুর্বিপাক বুকে ঠেলে
চলে নিরবধি,
সাগর-সংগমে যদি হ'তে পারে
এক মহা নদী !

এখনও আকাশ

এখনও আকাশ তেমনই মিষ্টি.
শরীর চলচলে
নিঃসঙ্গ মনে তরুণের স্বপ্ন—
এখনও হাওয়ায় নিসর্গ—নেশা
ঝোপঝাড়ে ফেলে-আসা
বিষণ্ণ স্মৃতি ।
অতীত কথা কয়,
তন্দ্রালু চোখে তাকিয়ে থাকে
আমার দিকে ।
আর আমি ?
জীবনের সব কিছু ভয় ভাবনা শূন্যতাকে
দু হাতে ঠেলে
একপা একপা এগিয়ে চলেছি
বার্দ্ধক্যের বুড়িটা ছোঁব বোলে ।

প্রতিচ্ছবি

কোথায় পালাবে ?
নিশ্ছিদ্র পাহারা।
পৃথিবী গোলাকার,
ভাবনা অন্তহীন—
সৃষ্টির উৎসে ফিরে যেতে চাও ?
আদিম অতৃপ্তি এবং লবণাক্ত আস্বাদ নিয়ে
আবার ফিরে আসতে হবে,
ভ্রূকুটি-কুটিল জঙ্গম-জীবনে।
এগিয়ে চলো—
সময়ের খুঁটিতে ভর দিয়ে।
সামনে চড়াই-উতরাই,
শরীরে অসহ্য যন্ত্রনা,
লজ্জায় মুখ ঢেকো না—
তোমার বিবেক বুদ্ধি চৈতন্য
এখনও জাগ্রত।
স্বপ্ন, স্বপ্ন নয়,—
জীবনের প্রতিচ্ছবি।

তন্তুজ

দ্যাখো, আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
জাল বোনার কী ভীষণ নেশা!
কথার টানা পোড়েনে
দিনরাত্রি মাকুটা চালিয়েই চলেছি।
সৌখীন ভালবাসার কথা নয়,
দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ঃ
কুমড়োর ছেঁচ্‌কির স্বাদ, আর
নিমপাতা ভাজার কটূ তিক্ত গন্ধ,—
তার সঙ্গে তুমি যদি কিছু
ভিজে-ভিজে কথার যোগান দিতে পার,
খুশী মনেই তা গ্রহণ করব।
তুমি হেসো না......
পোষাকী আশ্বাস নেই আমার শরীরে,
নেই প্রেম-প্রেম খেলার দুরন্ত বেহায়াপনা।
জীবনের ঝড়তি-পড়তি ছেঁড়াকাটা সূতোগুলোকে
আমার মনের তাঁতঘরে
সাজিয়ে নিয়ে,
শুধু একটা আটপৌরে আচ্ছাদন রচনা কোরে যাব,
বারমাসের ব্যবহারে,
হয়তো তা থাকবে না অমলিন—
কিন্তু জেনো,
আটপৌরে জীবনের
তন্তুজ প্রেমের
আমি এক আশ্চর্য্য কারিগর।

শিকারী

না না, অত ভেবো না, নিশানা আমার নির্ভুল।
যে-কোনো সময়েই দু'চারটে শিকারকে
ঘায়েল করতে পারি।
মনটা একটু চাংগা করা দরকার ঃ
এক পো চোলাই মদই ভাল,
আর নয় তো,
এক কাপ কড়া নেসকফি,
এবং দু'টো চারমিনার।
ব্যাস্
তারপর, কী কাণ্ডটাই না কোরতে পারি ঃ
আমি তাদেরই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব
যারা কোনদিন আমার কিছু ক্ষতি করেনি।
সারা জীবনটাই তো ভদ্রভাবে ঘুরেছি
সভ্যসমাজের দরজায় দরজায়।
মান, সম্মান, প্রতিপত্তি—কিছুই চাইনি ;
কেবল একটুখানি নির্ভয় আশ্রয়।
না না,—বারবার ভাগ্যের শিকার
হ'তে হয়েছে আমাকে—
কারণ, আমি নাকি সেই সমস্ত আহম্মকের একজন,
যারা লজ্জা, ভয়, আত্মসম্মানবোধ
আর মনুষ্যত্বকে বড় কোরে দেখে।

না হে না, আমি এখন ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে।
জীবনের গোলকধাঁধায়
মহাপুরুষদের অনুকম্পার শিকার নই।
এখন আমি নিজেই একজন মস্ত বড় শিকারী,
তোমাদের বরদাচৌধুরীও হার মেনে যাবে।
মায়া, মমতা, ভালবাসা, প্রেম—
সবকিছুই আমার দু'টো আঙুলের
ডগায় কেন্দ্রীভূত।

হে ঐতিহাসিক

এবার হয়েছে শুরু
জীবন-যজ্ঞের ঃ
অম্লসিক্ত রসায়ন,
পৌরোহিত্য ভার—
জীবনের পানপাত্রে
ফেনিল আহ্বান।
হে ঐতিহাসিক,
যেও না, যেও না তীর্থে,
মিশরে বা মেরু মোহনায়।
ইতিহাস ধরা দিক্
শোনিত প্রবাহে—
—অনুভব কর।

বুভুক্ষা

কি বললে ?   বাঁচতে চাও !
নধর কচি কচি ছাগ মাংস, আর
কয়েকটা হাতেগড়া রুটি,
—ডাল তরকারি না হলেও চলবে—
প্রস্তাবনাটা ভালই,
সাদা সাপটায় মন তোমার খুশি ;
কেবল লুব্ধ দৃষ্টি রেখেছ
বন্ধুর বুকপকেটের দিকে,
তাই, এক মাইল পথ হাঁটতেও
বুভুক্ষু শরীরে ক্লান্তি আসে না ।
কিন্তু, তোমার জৈবিক চেতনার
হাহাকার কেমন কোরে ঠেকাবে ?
নারীমাংসের লোলুপতা
আর কিছু সস্তা নেশার
চাহিদা মেটাতে,
হাত পাতবে কোথায় !
পাশ দিয়ে চলে-যাওয়া ঐ ভদ্রলোকেরও
চোখে মুখে তোমার মতই
জৈবিক ক্ষুধা মেটাবার
উদ্দাম কামনা প্রকট ।
অতটা, দুঃসাহস দেখিও না, হে······
বরঞ্চ, মনটা তৈরী কর, বন্ধু,—
নইলে ক্ষুধার আগুনে
জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে !

নিজেকে হারিয়ে

ভেবে দেখো, তোমার মনের কন্দরে
তিলে-তিলে পুঞ্জীভূত হাহাকার—
সে তো তোমারই বিমূঢ় আত্মপ্রেমের
বিপন্ন পরিণতি ।
নিজেকে ভালবাসতে ইচ্ছে যায়,—
ক্ষতি নেই ।
কিন্তু কর্মবৃত্তির আত্মপ্রসাদে
লাভ কি ।
জীবন তো লক্ষ লক্ষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
রক্ত-কণিকার সমষ্টি বই তো নয়,—
সেখানে, তুমি, আমি,
আকাশ, মাটি, জল,
এমন কি ঐ ঘিয়ে-ভাজা নেড়ী কুত্তাটাও একাকার ।
তোমার বিচ্ছিন্ন সত্তায়
অপ্রেমের প্রলেপ লেপে দিও, বন্ধু ।
দেখবে, জীবনটা কতখানি সুন্দর এবং তাৎপর্যময় ঃ
সব কিছু হারানোর মাঝখানে
পাওয়ার স্বীকৃতি ।

সমান্তরাল

ক'দিন ধ'রে তোমার কথাই ভাবছিলুম ঃ
সেই যে পোষের চাদর মুড়ি দিয়ে
তুমি ছিলে জু জু বুড়ি,
আর, আমি ছিলাম
হালফ্যাসানের কায়দা দুরস্ত নব্য সাহেব ঃ
একরাশ উষ্কখুষ্ক ঝাঁকড়া চুল
আর লম্বা গালপাট্টা,
যেন রাজেশ খান্না কিংবা উত্তম কুমার,
অন্তত, সেই ক'দিনের মেলামেশায়
নিজেকে সেই রকম একটা কিছু মনে হ'ত।

তারপর দীর্ঘ অদর্শনের পালা।

আজ হঠাৎ রিং রিং কোরে বেলটা বেজে উঠল।
না, ভুল করিনি,—তোমারই পরিচিত কণ্ঠস্বর।
বেশ ভালই লাগল—
বসন্তের এই ফুরফুরে হাওয়ায়
তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়ালে,
সেই তুমি, একই রকম আছ—
একটুও বদলাওনি।
কিন্তু আমি......
কী আশ্চর্য,
ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হলো
তুমি আছ, কিন্তু আমি নেই।

রক্তকবরী

আজই আমার বাগানে
প্রথম ফুটেছে
দু'টো তাজা রক্তকবরী—
সাত বছর পরে ।
দূর থেকে মনে হল ঃ
তুমি দাঁড়িয়ে আছ,
খোঁপায় গোঁজা
সদ্যোফোটা দু'টো ফুল ।
নিজেকে সামলাতে পারি না,
হাত বাড়িয়ে তুলতে গেলাম ।
পারলুম না, ফুল দুটো
ঝরে মাটিতে পড়ে গেল ।
লজ্জা পেলাম নিজেরই ভুলে···
না, না, লজ্জা নয়,—
বোবা বিস্ময় ঃ
আমারই বুকের পুরাণো ক্ষত থেকে
মাটিতে ঝ'রে পড়েছে—
দু'ফোঁটা তাজা লাল রক্ত ।

জীবন যেভাবে

দিনটাকে ফালা ফালা ক'রে টুকরো ক'রে
প্লেটে সাজিয়ে
তোমার মনের সামনে রেখো—
তারপর, তোমার ইচ্ছে মতো
বুদ্ধির চামচে দিয়ে
একটা বা কয়েকটা টুকরো
আস্বাদন করে দেখো।
দেখবে—
জীবনের স্বাদ কী মনোরম!
উচ্ছিষ্ট অংশগুলো
জানালার ওপারে ছুড়ে ফেলে দিতে চাও,
দিতে পার, ক্ষতি নেই—
আগামী দিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে
সেগুলো আবার রূপে রসে গন্ধে
ভরপুর হয়ে উঠবে।
এমনি ভাবেই এক একটা দিনের
সমাপ্তি ও শুরু,
এবং তাই নিয়ে জীবন কত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

বেঁচে আছি

আশ্চর্য, আমরা বেঁচে আছি
হাজার হাজার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে,
দিনের ঘাম রাতের ঘুম
নিঃস্তব্ধ নিঃঝুম—
তারপর,
দিনের আলোর চোখ ঝলসানো প্রলোভনে
আমরা বেঁচে আছি ঃ
এঁদো গলির
ভ্যাপ্‌সা ঘরের
বুকচাপা পরিচিত গন্ধের স্তূপে।
তবুও, লক্ষ লক্ষ জীবন
তিল তিল সৃষ্টি ঃ
আশা! আকাংক্ষা! উদ্দীপনা!
ঈর্ষা অসূয়ার অশুভ চিৎকার—
তবুও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যু নিয়ে মহৎ জীবন,
জীবনের মৃত্যু নেই, মৃত্যুর পরেও।
আশ্চর্য, আমরা আজও বেঁচে আছি!

স্বগত

রোদ পড়ি পড়ি বেলাটা এখন
পড়ন্ত,—
ও-মন তোমার বুঝিনি কাজের
ধরণ তো !
হিজি বিজি কেটে কাটিয়েছ কাল,
সকালে,—
বল তো এখন ঠিক কারে তুমি
ঠকালে ?
দুপুরের খরা রোদ্দুরে মাঠে
ছুটেছো,
জন, চাষী আর রাখালের দলে
জুটেছো ।
মেঠো পথ ধরে চলে গেছ দূরে
একাকী ।
যা' চেয়েছো আজও পেয়েছো সে তার
দেখা কি ?
পাখির ডানায় সন্ধ্যা ঘনায়
আকাশে—
কত না কথার রাঙা জলছবি
আঁকা-সে !
হৃদয়ের তারে বাজে থরো থরো
গীতালি,
আনমনে তুমি কার সাথে কর
মিতালী ?

নিবিড় আঁধার এখনি ঘনাবে
নয়নে,
রবে নাকি তবু কথার কুসুম
চয়নে ?
সব কথা, গান রাতের গভীরে
হারালে,—
ও-মন তখন রাখবে নিজেকে
আড়ালে !

———————

মুখর নির্জন

থামলে কেন, মমতা !

আমি তো চাইনি কোনো নিশ্চিন্ত আরাম, নির্ভর আশ্রয় ।

সুখ চাইনা, শান্তি চাইনা—

চাইনা আকাশ-ছোঁয়া নাম ;

চেয়ে ছিলাম একটুখানি ভালবাসা—শুধুই ভালবাসা ঃ

যেমন কোরে ভালবেসেছি ওই তুলতুলে উড়ো মেঘটাকে,

হঠাৎ খুশীর আমেজে,

আমার নিঃসঙ্গ চেতনার অভিসারে ।

তুমি চুপি চুপি এসো, মমতা, আমার হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে

জীবনের ধূসর বালুতটে,—

রেখে যেও তোমার আল্‌তো পায়ের

কয়েকটা ভীরু-ভীরু ছাপ ।

আমি সময়ের খুঁটিতে ভর দিয়ে

পৌঁছে যাব স্মৃতির শেষ সীমায় ।

হয়ত এম্‌নিভাবেই দেখা হবে

জীবনের আর এক বিষণ্ণ সন্ধ্যার মুখর নির্জনতায় ।

হাত বাড়িয়ে দাও আমার প্রসারিত হাতে ঃ

তারপর, চলো এগিয়ে যাই পিচ-ঢালা এই মহানগরীর

রাজপথ ধ'রে ।

আমার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর

তোমার কপালের এলোমেলো উড়ে-পড়া চুলের গন্ধ

এক হয়ে মিশে যাবে নির্জন দুপুরের

এই একটানা ক্লান্ত পথচলায়'।

চলো, আর একটু এগিয়ে যাই ।

পঁচিশে বৈশাখ ঃ শান্তিনিকেতন

ভুলে যাই, তুমি একদিন ছিলে ঃ
স্থাবরে-জঙ্গমে,—সব কিছুতেই তুমি।
অথচ, কী আশ্চর্য সময় সময় মনে হয় ঃ
না, সব কিছু ব্যর্থ, সব কিছু এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন!
ভালবাসা মিথ্যে, প্রেম মিথ্যে, মিথ্যে জীবন-রহস্যের সন্ধান।
তখন দিশেহারা হয়ে খুঁজে ফিরি তোমার ঠিকানা—
কোপাই এর স্বচ্ছ জলে, ছাতিমতলায়, আম্রকুঞ্জে
অথবা, শালবীথির লালমাটির পথের ধুলোয়;
ওরা তোমার 'শ্যামলী'কে ধরে রাখতে পারেনি,
পারেনি, 'উদীচী'র আটপৌরে পরিবেশকে অটুট রাখতে।
শান্তিনিকেতনের এই নিভৃত কোণে দাঁড়িয়ে
ভয় হয় ঃ
'উত্তরায়ণ' আর 'বিচিত্রাভবনের' চোখ-ধাঁধানো
জৌলুসের মধ্যে কি
তোমার অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে একদিন!
ঠিক এমনি সময়ে ঝাউশাখার মিলিত মর্মরে
তোমার অট্টহাসি শুনতে পেলাম ঃ
আছে, আছে,—পঁচিশে বৈশাখ বেঁচে আছে
তোমাদের উদ্বেলিত প্রাণের অতল গভীরে।

চড়চড়ি

মা রেঁধেছেন চড়চড়ি।
চড়চড়ি না,—চড়চড়ি না—
কচুরমুখীর সড়সড়ি।
তাই না দেখে বিগড়ে গেছে
পাশের বাড়ির গড়গড়ি ঃ
ছোট্ট খোকা গড়গড়ি।
চোখের জলে বুক ভেসেছে
মুখটি বেজায় ভার,
হারিয়ে গেছে ফুলের হাসি
সকলি আঁধার।
আদর করে ডাকলে কাছে
ছুটে পালায় তড়তড়ি।
লুকিয়ে আছে ঘরের কোণে
বন্ধ দুয়ার খড়খড়ি।
একী অবুঝ গড়গড়ি!
মা ডেকে কন—"ওরে খোকা,
তুই যে হলি বেজায় বোকা,
আগুন-ধরা মাছের বাজার,
কোথায় পাব মড়মড়ি ঃ
চিংড়ী মাছের মড়মড়ি!"
সাধ করে মা রেঁধেছে তাই
কচুরমুখীর চড়চড়ি।

অন্ধকার, সে আমারই

অনেক প্রহরী রাত মুছে গেল
জীবনের ইতিহাস থেকে ঃ
অনেক প্রহরী রাত।
ভোরের প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে থাকা
আরও সুকঠিন।
অন্ধকারে কাজ সারা
হৃদয়ের পরম বঞ্চনা—
তবু তারে ভালবাসি, কাছে টানি,
বলি ঃ প্রেম, তুমি আছ, আমি আছি,
দু'জনেই মুখোমুখি একই অন্ধকূপে।
হাত ধর, কথা বল, ভুলে যাই
জীবন-যন্ত্রণা, কথার জৌলুস দিয়ে
মুড়ে-দেওয়া আশার আলোক।

জীবন, যৌবন, প্রেম—সবই মিথ্যা যদি
কী হবে আলোর পিছু হেঁটে হেঁটে মরা!
পৃথিবীর সব রঙ্, সব রূপ, আলোর ইশারা
মুছে দেবো মন থেকে, প্রাণ থেকে,
বিচার বুদ্ধির সীমা থেকে—
আমার দু'চোখে শুধু প্রেম-প্রেম নিবিড় আঁধার।

রবীন্দ্রনাথ

বৈশাখের এই খাঁ খাঁ করা রৌদ্রে
তোমারই খোঁজে তো,
কোপাই এর তপ্ত বালির চর বেয়ে
এই রাঙা মাটির দেশে এসেছিলাম।
জীবন-যুদ্ধে সর্বহারা ক্ষুব্ধ পথিক আমি,
তুমিই তো আমার সাতপুরুষের ভিটেটা
দস্যুর হাত থেকে বাঁচাতে প্রথম নালিশ জানিয়েছিলে।
পার নি,—তাতে ক্ষোভ নেই,
তোমায় শত কোটি প্রণাম!
আজ আমি রিক্ত, মুক্ত, সামান্য হরিপদ কেরানী নই।
জীবনের গোলকধাঁধায়
কিনু গোয়ালার গলির দিকে পা বাড়াই না।
চারিদিকে ক্ষুধিত পাষাণের স্তূপ,—
অর্থলোভী মানুষের ভিড়!
নিজের মনকে হুঁশিয়ার ক'রে বলিঃ
সব্ ঝুটা হ্যায়. তফাৎ যা!

অনেক পথ হেঁটে আজ দুপুরে
বোলপুর পৌঁছে গেছি, শান্তিনিকেতনের খোঁজে।
কিন্তু না, তোমায় পেলুম না।
ওরা উপহাস ক'রে বললেঃ
তুমি ভুল করেছো, পথিক—
বোলপুর?—সে তো এখান থেকে অনেক দূর!

শুশুনিয়া

কত দিন আমি দেখেছি তোমায়,
শুশুনিয়া—
আমার হঠাৎ-পাওয়া অবসরের ফাঁকে ফাঁকে।
হয়ত, তুমি জেনেছো তার কিছু,
কিংবা,
তোমার লজ্জা-নম্র দৃষ্টির আড়ালে
হিসাব রাখনি কোনই
তবু বারে বারে পাঠিয়েছি আমার ক্ষণিক দেখার আহ্বান
মৌন-মূক, হে সুন্দরি শুশুনিয়া!

প্রথম যেদিন দেখেছি তোমায়
শাল-শিমুলের আরণ্য সম্ভারে—
মনে হল, তুমি আমার কত দিনের চেনা ঃ
যেন জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য নিয়ে
উৎসুক আগ্রহে চেয়ে আছো,—
সে তো আমারি আগমন প্রতীক্ষায়!
আমি মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখেছি
তোমার নীরব চোখের ভাষা,
আমার প্রথম-দেখার ক্ষণিক পাওয়ার অভিসারে
—শুশুনিয়া!
সেদিন হ'তে সুরু আমার নিঃসঙ্গ আনাগোনা,
প্রভাত-আলোর প্রথম হাতছানিতে।—
অথবা,
কোন খর দ্বিপ্রহরে—

ত্রস্ত পথে চলে যাওয়া সে এক গ্রাম্য বধূর
বিহ্বল দৃষ্টির অনুসরণে,—
যেখানে বন্ধুর পথ মিশে গেছে
তোমার ঘন সবুজ আঙিনায় !
ফেরারী মন মানেনি, বাধা কিছুই ।
তাই বারে বারে খুঁজে ফিরেছি
তার আকুল প্রাণের ভাষা
তোমার গন্ধ-মদির আরণ্য শ্যামলিমায় !
হে নির্ব্বাক, পাষাণ-প্রেয়সী শুশুনিয়া !
তুমি তা জান কি ?

তারপর কত শতাব্দী পার হয়ে এলাম
জীবনের ছন্দোময় আবর্ত্তে ।
ফেলে-আসা দিনের ঔৎসুক্য নিয়ে
তোমায় আবার দেখে নিলাম ঃ
তুমি—নিথর, নিশ্চল, গতিহীন !
আমি ফিরিয়ে নিলাম আমার প্রলুব্ধ দু'টী চোখ ।
মিশে যাই জনতার অজস্র কোলাহলে,—
তোমাকে বিদায় হে অপরিবর্ত্তনীয়া, শুশুনিয়া !

আজ এই ক্লান্ত সন্ধ্যার ক্ষণিক অবসরে—
হঠাৎ আমার সুমুখে এসেছ,
শুশুনিয়া—
উদ্ধত-যৌবনা সাঁওতালী মেয়ের সারল্য নিয়ে ।
তোমার সাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম পেলাম
আমার সমস্ত দেহে মনে ;—
বিমুগ্ধ নয়নে তোমাকে দেখে নিই, আর

অবগাহন করি—
তোমার উচ্ছল প্রাণের অজস্র ঝর্ণা ধারায়—,
যেখানে মিশে আছে কত না অতীতের সুখ-দুঃখের কাহিনী
কত উত্থান-পতন, কত নাম-না জানা রাজধানীর।

আজ এই নিভৃত সন্ধ্যায়—
প্রাণের প্রান্তে তোমার সহজ সান্নিধ্য পেলাম,
—শুশুনিয়া!
তখন কেউ ছিলনা কোনখানে ঃ
ছিল শুধু দু'চারটে দুধ-খরিশ আর
ওই মুর্গা গাছের শ্রেণী, আর
ছিল এই শ্বাপদ-সঙ্কুল নির্জনতা।

কালের পসারী

অনেক মসৃণ কথা বলা হ'লে
তবু এক কথা থাকে শেষ ঃ
সেখানে নিরুক্ত আমি
যেন এক কৌতূহলী নির্লিপ্ত দর্শক,
নিছক দেখার চোখে এটা-ওটা নেড়ে দেখি,
ভাল-মন্দ বিচারের সৌখীন প্রয়াস।
তারপর, অন্যখানে খুঁজে ফিরি
অন্য কিছু মানে,
হয়ত কোথাও তার অর্থ নেই কোন অভিধানে ঃ
তখন তোমরা যদি কিছু কথা
ব'ল' উচ্চরোলে,—
তা' যদি নাইবা হয় হৃদয়ে স্পন্দিত
সেই বিচ্ছিন্ন কবির—
তবু তাকে ভালবেসো, মনে রেখো
কোরো কিছু ক্ষমা ;
জেনো, সে তো রিক্ত নয়, মুক্ত নয়,
নয় ক্লান্ত নিঃশেষিত প্রাণ ঃ
অপূর্ণ ইচ্ছার এক বিবিক্ত পসারী।

মেঘ ও রৌদ্র

কালও এখানে অঝোরে বৃষ্টি
অথচ, আজ খট্‌খটে রোদ্দুর।
ভুল করিনি,—
তোমার মরুভূ-হৃদয়ে দেখেছিলাম
বিশ্বাসের ঘনঘটা মেঘ;
তবুও,
মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলায়
তোমার হাতেই নুনচোর হয়ে গেলাম।

লিপি

মনকে বারবার ফাঁকি দিয়ে
বলেছি : না, না, আর না,—
যা একবার হারিয়ে গেছে,
তাকে খুঁজে বার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার
কোন মানে নেই। যা যায় তাকে
বড় কোরে দেখার নাম পরাজয় স্বীকার করা!

তবু তাকেই তো সব চেয়ে বেশী কোরে
মনে করেছি ;—কোনো রেঁস্তোরায় বসে বসে নয়,
নয় লেকের পাড়ে বেড়াতে-বেড়াতে, অথবা
কোন বিদেশী ছবি দেখার ক্ষণিক অবসরে,

হাল্কা হাসির ঝিলিকে মেতে
নিতান্ত আটপৌরে পরিবেশেই বারবার
সে আমার কাছে এসেছে ; ধরা দিয়েছে নিজেকে
হাতে নাতে ধরাপড়া কাঠগড়ার আসামীর মত।
তোমরা কি বলবে এর সবটুকু মিথ্যে, সবটুকু ফাঁকি ?

অনেক কথাই তো ছাই হয়ে
উড়ে গেছে মনের দরজা খুলে।
তবু তো আমার মনের বাতায়নে আজো সে,
তার কথা ভরা চোখের মেঘলা চাহনি ফেলে
সুদূরে সরে যায়।

মনে মনে ভাবি ঃ   আমার হারানো কথাগুলোকে
সোহাগের আতরে ভিজিয়ে
সময়ের খামে মুড়ে দিগন্তের গায়ে ছুঁড়ে দিই।
আমার সব কথা তখন
তারা হয়ে লেখা থাকবে হৃদয়ের আকাশে !

পালাবদল

অনেক ভাবনাই তো ভেবেছ!
এখন? সব কিছুকেই ভাঁজে ভাঁজে পাট ক'রে
তুলে রাখতে হবে,
ঠিক যেমনটি আজ গভীর রাতে
এই বছরটাকে পাট ক'রে তুলে ফেলবে
চোখের সামনে থেকে।
তবুও কথা থেকে যায়—
সব কিছুই কি অকেজো হয়ে যাবে :
তোমার পোশাক-আসাক, চলন-বলন,
রুচি-অরুচি,
এই পৃথিবীর যা কিছু ভাল-মন্দ,—সব কিছুতে
নিবিড় আসক্তি :
একটা অবিচ্ছেদ্য জৈবিক প্রেম।
রূপ থেকে রূপান্তরে বদলে যাওয়াই
যখন জীবন,
ভাবনা—চিন্তাগুলোকে একটু নতুন ঢঙে
সাজিয়েই নিতে হবে;
এখন যে পালা শেষ নয়,—পালাবদল!

শীত

শীতটা যেন সময়ের পুঁটলি,
নড়বড়ে পৃথিবীটার মাথা চেপে বসে আছে
সিন্ধুবাদ নাবিকের মত।
ভারাক্রান্ত পৃথিবী— একটুখানি বিশ্রাম
খুঁজছে কুয়াশা-ঢাকা রাতের অন্ধকারে।
তারপর, ভোরের আলোয় আবার শুরু হবে অবিরাম পথচলা।
শীতের নিশুতি রাত। কুয়াশার চাদরটা গায়ে জড়িয়ে
চুপ করে বসে আছে পৃথিবী।

হিম-হিম অনুভূতি ;—এইবার নিশ্চিন্ত আরাম!
ভাগ্যান্বেষী মানুষগুলো সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি
খেটে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ;—
তা বাঁচা গেছে!
মাথার ভারটা হাল্কা ক'রে দিয়ে
ভাবনা চিন্তাগুলোকে জৈব নিয়মের বাইরে
ঠেলে দেওয়ার এই ত সময়। মন এখন উন্মুক্ত
আর দ্বিধাহীন। হৃদয়ে মোম-মোম মমতা,
এবং দু'চোখে কুয়াশা—কোমল স্বপ্ন!

শীতের সহানুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এল
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। আকাশের স্বাস্থ্য এখন চমৎকার!
একবুক নিঃশ্বাস টেনে নিতে পার পরম নির্ভয়ে,
দেখবে, সজীব হ'য়ে উঠেছে তোমার আত্মিক চেতনাগুলো
কোল্ড স্টোরেজে জিইয়ে রাখা সব্জী ফলের মত।
হয়ত তখন অনায়াসেই
তোমার মনে পড়বে দু'একটা পরিচিত গানের কলি ঃ
"হিমের রাতের ঐ গগনের দীপগুলিরে—!"

শরৎচন্দ্র

হঠাৎ কোনদিন যদি
কোন এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়
বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছে যায়,
দেখতে পাবে,—
ভাদ্রের এই ভরদুপুরে
কুঞ্জ বোষ্টম আজও শাঁখা ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে।
মুখুজ্যেদের পুকুর পাড়ে
ছিপ নিয়ে বসে আছে
কোন এক দেবদাস
আশায় বুক বেঁধে
হয়ত এক ফাঁকে দেখা মিলবে তার পার্বতীর।

আর একটু এগিয়ে যাও,—
দেখবে ঃ
রমেশের মাতৃদায় উদ্ধার করতে
মুকুন্দ চক্রবর্তী আজও শশব্যস্ত।
আর, ডানপিটে দেওর রামলালের
সুমতি ফেরাতে
নারায়ণী হিমশিম।
দারিদ্র্য লাঞ্ছিত সংসারে
আজও 'পোড়াকাঠ' অপাংক্তেয়।
পথ চলতে চলতে এক সময় হয়ত মনে হবে
বিজয়া কি আজও
অতুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী!

বিশ শতকের সাতের দশকে
পল্লীবাংলার পথে-ঘাটে
এদের যদি দেখা না ও পাও,
অভয়া কমল কিরণময়ীর
সাক্ষাৎ মিলবে এই শহরের অলিতে-গলিতে।
তখন কি তোমার অগোচরেই
একটা কথা মনে হবে না ঃ
দেবানন্দপুর,—সে কত দূর!

ডাক্তার

রোগ সারাবে ?   দেহের রোগ, মনের রোগ ?
হে ডাক্তার—
সারা জীবন ভুগতে হল কী দুর্ভোগ !
এবার আমি রিক্ত হৃদয়, নির্বিকার !
পণ করেছ সারাবে রোগ,
সারাও দেখি, হে ডাক্তার—
তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম ব্যর্থ প্রাণের সকল ভার !
রোগ সারাবে... !

কি দাম পাবে ?
যায় যদি যাক্ একটি প্রাণ,
কি ক্ষতি কার ?   যাক্ না চলে
নীরবতার অতল তলে :
মরণকালে নাইই শোনালে হরির নাম,
কাশ্মীরী শাল ছিঁড়ে গেলে কী তার দাম !
তবু তুমি রোগ সারাবে
মহানুভব হে ডাক্তার ?
ঘোচাবে সব জীবন-ব্যাধি রিক্ততার !

ঘুরেছি ত সারা জীবন মরীচিকার পাছে পাছে :
হয়ত আজো কোনোখানে একটি হৃদয় বেঁচে আছে ?
পাইনি দেখা।   যা' পেয়েছি মূল্যহীন,—
বেচা-কেনার জীবন-হাটে বাড়িয়ে গেছে ভুলের ঋণ :
কেউ মরেছে দুঃখে-শোকে, কেউ মরেছে অনাহারে,

একটুখানি বাঁচার আশায় ঘুরেছে কেউ অন্ধকারে।
ওরা জানে—জীবন শুধু লাঞ্ছনা,
আর জেনেছে, মিথ্যা এসব আহা-উহুর সান্ত্বনা।
তাই মরেছে লাখে লাখে অনাদরে, অবজ্ঞায়,
আজকে কে তার হিসাব চায়?
হোক্ না ওরা অজ্ঞ, তবু সহজ-প্রাণ,
ওদের মাঝেই পেয়েছি তো এগিয়ে চলার সে-সন্ধান।
কি করেছি ওদের আমি? দিয়েছি কি একটু আশা?
ওদেরও ত' হৃদয় আছে—ওরাও জানে ভালবাসা।
ভাবছি আমি, যা করেছি সবই ভুল,
করবে তুমি কি নির্মূল
পরাজয়ের সে-সব গ্লানি, লজ্জা, ভয়?
দোহাই তোমার, দাও না অভয়
হে ডাক্তার—
ঘূণ-ধরা এই জাতির মনের ঘোচাবে কি অন্ধকার।

বলছ বটে কঠিন এ রোগ
ঔষধে ফল ফলবে না।
ও সব কথায় মনটা মোটেই টলবে না।
আজকে হৃদয় শ্রান্তিহীন,
ভয় করিনে আসেই যদি সে-দুর্দিন।
জানি, এবার করবে তুমি অস্ত্রোপচার।
ভালই হল,—
হৃদয়টাকেই বাদ দিয়ে দাও
—হে ডাক্তার!

বৃষ্টি

অশান্ত কান্নার মত বৃষ্টি পড়ে :
একটানা ঝরঝর বৃষ্টি !
জানালাটা বন্ধ করেই রাখো, শ্রীলেখা
—একেবারেই বন্ধ ।
আকাশে এখন অনেক মেঘ, আর অফুরন্ত হাওয়া ।
তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শ্রীলেখা
আর, বাইরে অক্লান্ত বৃষ্টি !
জানালাটা তবে বন্ধই রাখো,
এখানে নেমে আসুক নিঃসীম নির্জনতা ।
বরং গা ঘেঁষে এই পাশটাতেই
চুপিচুপি এসে বসো, শ্রীলেখা ।
এখানে লাগবে না বৃষ্টির এতটুকু ছোঁয়াচ !
হৃদয়ের কাছাকাছি তুমি ও আমি,
জীবনের উত্তাপ প্রাণের গভীরে !

তারপর, আমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে হঠাৎ যদি,
তোমার মনের জমাট মেঘ
কান্না হ'য়েই ঝরে পড়ে,
বর্ষার নদীর মত হাসিমুখেই তখন
এগিয়ে যাব জীবনের উত্তাল সমুদ্রে ;
তোমার কপালের গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির কণাগুলো,
স্বেদবিন্দু বলে,
আর মনেই হবে না ।

ঝড়

সুদূর দিগন্ত থেকে
কী এক দুঃসাহসী ঝড় এসেছিল,
ঠিক যেন মদমত্ত হাতী ঃ
আছড়ে পড়েছিল আমার হৃদয়ের উপকূলে,
মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে চেয়ে ছিল
আমার সব কিছু ঃ
আশা আকাঙ্খা ভালবাসা প্রেম।
আমি বিশ্বাসের চাদরটা মুড়ি দিয়ে
সাহসের শলাকা হাতে নিয়ে
ঝাঁপ দিয়ে ছিলাম জীবন-সমুদ্রে
তরঙ্গে তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ জীবনে
মানিনি কোনই পরাজয়,
ঝড়ের দাপটে ভাসতে ভাসতে
একদিন পৌঁছে গেলাম জীবনের ঘাটে
রিক্ত, মুক্ত, বিপন্ন।
সবকিছু খোয়ানোর মাঝখানে
হারাইনি শুধু একটি জিনিস ঃ
সে আমার সোহাগে সিঞ্চিত
কাঙ্খিত প্রেমিক হৃদয়।

রঙ বদলায়

সব কিছুরই রঙ বদলায় ঃ
আকাশ মাটি প্রেম প্রার্থনা
জৈবিক চেতনার গুহান্বিত রূপ,
তবুও মনের রঙ নিয়ে
যে অপরূপ বৈচিত্র্য,
সে শিল্পীর সন্ধান তো আজও পাওনি !
নিপুন তুলির টানে একটার পর একটা
রঙের খেলায়
প্রেম পবিত্র আকাশ নীল
জীবন স্বপ্নময়,—
দু'চোখে বিশ্বাসের ধুলি।
আর, তাই নিয়েই জীবন।
তারপর, একদিন যদি
সব কিছুরই রঙ বদলায় ঃ
আকাশ রুক্ষ মাটি চৌচির
প্রেম পরাভূত,
তবু তো জীবনের কোনটাই মিথ্যে নয়।
অশ্রুমতী কন্যা,—
তোমার দু'ফোঁটা চোখের জলে
তাই আমার মনের রঙটা বদলাচ্ছে না।

সাঁকো

তোমার হাত ধরেই
সাঁকোটা পার হ'তে চেয়েছিলুম।
কিন্তু না, পারলুম না...
পাহাড়ের চূড়া থেকে
যে নদীটা একফালি বোলেই
মনে হয়ে ছিল—
সমতল পদক্ষেপে তার
এপার ওপারের ব্যবধান দুস্তর।
কী জানি কেন মনে হল:
সাঁকোটা বড় নড়বড়ে,—
তোমার হাতের বাঁধনটাও শিথিল।

ফসল

আমার মন যে কী চায়
তা যদি জানতাম,
তবে বলতাম ঃ কিচ্ছু না।
গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির কণায়
কে আর ফসলের স্বপ্ন দেখে বলো ?
এলোমেলো চিন্তার টুকরোগুলো
তোমার কাছেই গচ্ছিত রাখবো,
ঠিক করেছি...
একদিন তুমিই ব'লে দেবে
কী আমার জীবনের স্বপ্ন।

তালা ও চাবি

ক'দিন থেকে আমার ঘরের
তালা আর চাবিটা
পাওয়া যাচ্ছে না ঃ
বন্ধন আর উন্মোচন
দু'য়েরই ভাবনা থেকে অব্যাহতি,
তবে কি আমি মুক্ত,
না কি হারিয়ে গেছি
হৃদয়ের অরণ্যে ।

শিকার

আর এগোলাম না...
বাঘিনীটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল,
এক দৃষ্টে আমার দিকেই
তাকিয়ে আছে।
ওর দুচোখে এখন দুঃস্বপ্নের কালরাত্রি,
আর, আমার দুচোখে অবাক জিজ্ঞাসা।
ও হয়ত চিনে নিচ্ছে
আমার হাতের দোনলা বন্দুকটাকে,
আমি কিন্তু দেখছি
ওর হলুদ শাড়ীর কালো কালো
ডোরা কাটা দাগ।
আশ্চর্য, কেউ কাউকেই চিনতে পারলুম না।

সমাধান

সে আসবে ব'লে ছিল সকালে,
এল সন্ধ্যায়—
প্রশ্ন করলাম : এত দেরী ?
বললে : আসব ব'লে আসিনি ;
যেতে বললে যাব না—
কোন জবাব দিতে পারলাম না।

রাজলক্ষ্মী

আমি বার বার তোমার কাছেই আসি,
একটুখানি আশ্রয় চাই
পিয়ারী বাইজী—
ক্ষণিকের নির্ভর অবস্থিতি।
তোমার নূপুরের ছন্দে
আমার রক্তে বেজে ওঠে মৃদঙ্গের তাল,
শুনি, ধ্রুপদের উদাও আহ্বান।
তবু জেনো পিয়ারী বাইজী,
তোমার চোখ ঝলসানো রূপে
আমার প্রাণে কোনই সাড়া জাগায় না।
আমি দেখি
অশ্রু পিছল ওই দুটি চোখের
কাতর প্রার্থনা।
আমার মনের অগোচরে
ভেসে ওঠে পিছনে ফেলা আসা
একটা অসহায় করুণ মুখ ঃ
সে আমার হারিয়ে-যাওয়া প্রাণের রাজলক্ষ্মী।

ভবঘুরে

সেই সব অবাধ্য ইচ্ছার
হাত ধ'রে
ফেরারী হতে সাধ যায়
আর ছাউনী ফেলা নয়,
এবার অবিরাম পথচলা...
না, না, অন্নদা দিদি—
তুমি দু ফোঁটা চোখের জলে
আমার বন্ধুর পথ পিচ্ছিল করে রেখো না।
আমি ইন্দ্রনাথের পিছু পিছু
দেশান্তরী হয়ে যাব,—
মিলে যাব দুনিয়ার সর্বহারাদের দলে,
এই মাটির পৃথিবীর পথে-ঘাটে
রেখে যাব আমার ভবঘুরে জীবনের
ক্লেদাক্ত ইতিহাস।

শেষ প্রশ্ন

কে বলে সব প্রশ্নের শেষ আছে ?
আমার জীবন ভোর শুধু জিজ্ঞাসা ঃ
যা চাই, তা পেলাম কই,
আর কী চাই তাও তো
আজও জানা হোল না।
ওরাই বা কেন অতৃপ্তির আগুনে
জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে !
চারিদিকে শুধুই প্রশ্নের পাহাড়—
শেষ প্রশ্নের শেষ কোথায় ?

ধোঁয়া

কী হবে বিশ্বাসের পায়ে
মাথা কুটে ?
দ্বন্দ্ব দ্বিধা ভয়—
এই সব বনেদী ইচ্ছারা
আমাকে একপা একপা
পৌঁছে দিয়েছে
তোমার হৃদয়ের কাছ কাছি ।
আমি একালের দুঃসাহসী সৈনিক—
তোমার অস্তিত্বকে স্বীকার কোরে
আমার ভাবনা চিন্তাগুলোকে
অপরিচয়ের ধোঁয়ায়
আর হারিয়ে ফেলতে চাই না ।

বোধিদ্রুম

কে বলেছে তুমি আজ
অবলুপ্ত স্মৃতির পিঞ্জরে ?
রুদ্ধবাক্ স্তব্ধগতি কালের পাহারা
যেন কোন বল্মীক আশ্রয় ঃ
তিলে-তিলে কুরে-কুরে
শেষ প্রাপ্তি মৃত ধ্বংসস্তূপ ।
করোটি—সহজ হাসি হেসে যাবে
রুদ্র মহাকাল—
তারপর একদিন
আবিষ্কৃত হবে কোনো পাথরে শিলায়
প্রত্নতাত্ত্বিকের
চেতনা নিঃশেষ এক
জটিল ফসিল ।

মিথ্যা প্রহেলিকা ঘেরা জড় উন্নাসিক
দেখেছে তোমার রূপ-অস্থি-মেদ-মজ্জা
আর জৈবিক কঙ্কাল ।
দেখেনি তোমার সেই দরদী হৃদয়,—
প্রেমে-পুণ্যে, ত্যাগে-ধর্মে
চির জ্যোতিষ্মান্ ঃ
শত বৎসরের জমা মৃত্তিকা আশ্বাস
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ
এ যুগের নব বোধিদ্রুম ।

চশমা

কে কারে হারাবে
ভালবাসার লুকোচুরি খেলায় ?
তোমার ঠোঁটের লিপস্টিক
আর আমার শরীরের উত্তাপ
যে কোন মুহূর্তকে
সজীব রাখতে পারি
ইচ্ছার আগুনে।
কী হবে
দিনের আলোর কদর্য বে-আব্রুপনা।
জীবনটা তো শুধুই অন্ধকার—
প্রেমের চশমায়
সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠবেই।

ভোরের মেঘ

সকাল থেকেই
তোমার ওই মেঘ-মেঘ চাহনি
ভালোই লাগছে, বলতে পার।
বর্ষার মেঘের সজল আশ্বাস
কার না ভাল লাগে।
আমাকে শুধু একটুখানি সময় দাও, সুছন্দা—
সাহারার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে
বুকটা ভরে নিই,
তারপর,
তোমার দু'চোখের বাঁধভাঙা
অজস্র ধারায়
দুটি ব্যথিত হৃদয়
ভিজিয়ে নিতে
আমাদের একটুও সময় লাগবে না।

সবুজ স্বপ্ন

কাকে দোষ দেব,—তোমাকে না আমাকে ?
জীবনের সবুজ স্বপ্নগুলো
পোট্যাটো চিপের মতো
একটা একটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে।
তবু কি জীবনের স্বাদ নোন্‌তা !
অনিশ্চিতের আশ্রয়ে
হাল্কা মেজাজ নিয়ে
আজও তো আমরা
একপা একপা এগিয়ে চলেছি,
জীবনের পিচ্ছিল পথে
গড়ে তুলেছি ইচ্ছার ইমারত
হৃদয়ের নিভৃত কোণে।
সমুখের চড়াই-উতরাইটা শুধু পার হতে দাও
তারপর জেনো
একদিন সুনিশ্চিত পৌঁছে যাবো
ধূসর পাহাড়ে-ঘেরা
ওই স্বপ্নের সবুজ উপত্যকায়।

বিকেলের রোদ

প্রখর সূর্যের তেজে পুড়ে পুড়ে
বিকেলের রোদ গলে সোনা
হলুদ শাড়ীর ভিজে নরম শরীর
তেমনি অনেক শব্দ ভেঙেচুরে
সব চেয়ে ছোট এক কথার মিনার,—
তারে বলি ঃ প্রেম।
এই প্রেম গলে গলে
হৃদয়ের রঙ হ'ল সোনা
দু চোখে সোনালী স্বপ্ন—সুগন্ধ, মদির।
সোহাগের খাদ দিয়ে
তাই নিয়ে
একদিন গড়ে তুলি
রমণীর দেহ-আভরণ,
খুঁজে ফিরি জীবনের মাঝে।
তখন আকাশ-মাটি, নদী, পথ
সবকিছু ছায়া কালো-কালো
একাকার সোনা সোনা প্রেম
চারিদিক উদ্ভাসিত
অফুরন্ত হলুদ'''হলুদ''' !

বৃষ্টি পড়ে

মনের আকাশে কত মেঘ জমা হয় ঃ
সাদা কালো লাল নীল সোনালী সবুজ
সেই মেঘ স্বপ্ন হয়, প্রেম হয়,
হয় ভিজে কথা—
প্রখর সূর্যের তেজে
সাহারার ধূ ধূ আকুলতা।
জীবনের চষা ক্ষেতে
স্বপ্নের বীজ বুনে চলি—
মুঠো মুঠো সোনা ধানে
হয়ত বা ভ'রে যাবে
হৃদয়ের সঞ্চয়ের থলি
বিচিত্র খামার।
তাই দিন রাত
খুঁজি তারি ছায়াপাত
এতটুকু স্পর্শসুখ, প্রেম ভালোবাসা ঃ
নির্লিপ্ত প্রাণের সেই প্রবীন প্রত্যাশা।
কথা ভরা ভিজে চোখে
কখন যে কাছে এলো—বিষণ্ণ দুপুরে—
তখন স্বপ্নের মেঘ গ'লে গ'লে
প্রেম-প্রেম বৃষ্টি পড়ে
টাপুর-টুপুর।

সে

[কবি বন্ধু ৺বিভুদান রায়চৌধুরীর স্মরণে]

মনকে ফাঁকি দিয়ে বার বার বলেছি ঃ
না, না, আর না—
যা যায় তাকে খুঁজে বার করবার
ব্যর্থ প্রচেষ্টার কোন মানে নেই।
তার আর এক নাম পরাজয় স্বীকার করা।

তবু তাকেই তো বার বার খুঁজে ফিরেছি,
নয় কোন রেস্তোরায় বসে বসে,
অথবা, নিভৃত নিলয়ের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে,
কিংবা, কোন হাল্কা হাসির খেয়ালে মেতে।
তবু কতবার সে আমার কাছে এসে
দু'চোখ-ভরা কথা নিয়ে সুদূরে মিলিয়ে যায়।

মনে পড়ে, সে আমাকে ব'লে ছিল ঃ
হয়তো একদিন আমরা থাকব না,
কিন্তু, তখন আমাদের কবিতার ঝরাপাতাগুলো,
আকাশে-বাতাসে উড়ে বেড়াবে
হাওয়ায় ভেসে-চলা বিন্দু বিন্দু ধূলিকণার মতো।

মনে মনে ভাবি, তার হারানো কথাগুলোকে
সোহাগের আতরে ভিজিয়ে
সময়ের খামে মুড়ে দিগন্তের গায়ে ছুড়ে দিই ঃ
তার সব কথা তখন
তারা হয়ে লেখা থাকবে হৃদয়ের আকাশে।

বেড নম্বর ওয়ান্

সেই রোগীটির নাম-ধাম কেউ জানে না,
জানে না কোন বংশ পরিচয় ঃ
'জেনারেল ওয়ার্ডের' ফ্রি বেডের এক কোণে শুয়ে শুয়ে কাতরায় সে
আর, মুখে কি যেন বিড়বিড় করে,
সবাই জানে ঃ ও রোগীটা বেড নম্বর ওয়ান্ ।

কারুর সঙ্গে কথা বলে না রোগীটা,
(হয়ত আলাপী নয় মোটেই)—
অথবা, যেন সে কোন পলাতক আসামী
মুখ লুকিয়ে রাখে ধরা পড়বার ভয়ে ;
মাঝে মাঝে ওকে উঠতে হয় প্রাকৃতিক তাগিদে,
(তা শুধু এড়ানো যায় না বোলে)—
নইলে, কি ওষুধ খেতে, আর কি রোগীর খোরাক নিতে
ওর কোন দিন ব্যাজার দেখা যায় না ।
আশেপাশের রোগীরা বলে ঃ আপদটা এল কোথা থেকে ?
রোগীটা তবু নির্বিকার !

যখন খেয়াল হয় রোগীটার
টুক্‌রো টুক্‌রো কাগজে কী সব হিজিবিজি কাটে !
তারপর, আপন মনে হেসে লুটিয়ে পড়ে নিজের বিছানায় ।
ডাক্তার আর নার্সরা হার মেনেছে ওকে নিয়ে,
কোনদিন বলাতে পারেনি কী কষ্ট হচ্ছে তার ।
রোজই শুধু একই উত্তর ঃ ভাল আছি ।
ভাল যে নেই তা সবাই বোঝে,—
বোঝে না শুধু রোগীটা !

'ভিজিটিং' এর ঘণ্টা বাজলে
রোগীটার চোখ দুটো হঠাৎ জ্বল্ জ্বল্ কোরে ওঠে।
মিনিট খানেক পরে নিভে যায় সে-জ্যোতি ;
কেউ ওকে দেখতে আসেনা কোনদিন,
(তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই মোটেই)
এক একদিন রোগীটা মাথা নেড়ে বলে ঃ না, না, কিছু না।
কাকে সে এ কথা শোনায়, তা সেই জানে।

সেদিন ভর দুপুরে রোগীটা মারা গেল ঃ
সারা চোখে মুখে নিবিড় প্রশান্তি।
দৌড়ে এল নার্স আর ডাক্তার, আর
তাদের পিছু-পিছু সংবাদ পত্রের ফটোগ্রাফার।
চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল ঃ
রাশি রাশি ফুলের স্তবক বিছিয়ে দেওয়া হল শবদেহের ওপর।
ওরা উদ্ধার করল রোগীটা, আর
তার লেখা টুক্‌রো কাগজগুলো।

সহবাসী রোগীরা বুঝল না কী হল,
রোগীটা মরে অমর হয়ে গেল।

অন্তর-বাহির

অশান্ত কান্নার মত বৃষ্টি পড়ে ঃ
একটানা ঝরঝর বৃষ্টি।
জানালাটা বন্ধ কোরেই রাখো, শ্রীলেখা ;
—একেবারেই বন্ধ।
আকাশে এখন অনেক মেঘ, আর অফুরন্ত হাওয়া !
তোমাকে ক্লান্তই দেখাচ্ছে, শ্রীলেখা,
আর, বাইরে অক্লান্ত বৃষ্টি।
জানালাটা তবে বন্ধই রাখ।
এখানে নেমে আসুক নিঃসীম নির্জনতা !

বরং গা ঘেঁষে এই পাশটাতেই
চুপিচুপি এসে বসো, শ্রীলেখা।
এখানে লাগবে না বৃষ্টির এতটুকু ছোঁয়াচ !
হৃদয়ের কাছাছাছি তুমি ও আমি,—
জীবনের উত্তাপ প্রাণের গভীরে।
তারপর আমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে হঠাৎ যদি
তোমার মনের জমাট মেঘ,
কান্না হয়েই ঝরে পড়ে,
বর্ষার নদীর মত হাসিমুখেই তখন,
এগিয়ে যাব জীবনের উত্তাল সমুদ্রে।
তোমার কপালের গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির কণাগুলো,
বিন্দু-বিন্দু বোলে,
তখন আমার মনেই হবে না।

পাখী

কচি কচি ডানা মেলে
উড়ে যায় পাখী।
মন চায়, ওকে আমি
কোলে কোরে রাখি॥
পাকা পাকা মিঠে ফল
দেবো কত খেতে।
ঘুম পেলে বিছানাটা
দেবো তারে পেতে॥

সেই সব আরণ্য দিন

সেই সব আরণ্য দিনেরা আমায় টানে,
সেই সব আরণ্য দিন ঃ
আকাশ যেখানে নিঃসীম, বাতাস অফুরন্ত আর
দু'চোখে দুর্মন্দ সবুজের নেশা ;
যেখানে অবাধে মানুষ আর বন্য পশুদের নির্ভয় পদসঞ্চারণ
একই ভৌগোলিক পরিসীমায় ;
এবং পরম নিশ্চিন্তে বিকিকিনি হয়
মুচি প্রেমিক হৃদয়
ঝলসানো মাংসের গন্ধের স্তূপে,
পাহাড়ী রাতের মুখর নির্জনতায়।

আমাকে একান্তভাবে টানে সেই সব আরণ্য দিন।

আমি দেখেছি সেই জোব্বা-আঁটা যুবকের বলিষ্ঠ দেহে
আদমের আদিম ক্ষুধা,—
আমি দেখেছি সেই বুখো-পরা মেয়েটির ঘুম-ঘুম চোখে
ইভের ইপ্সিত উল্লাস!
সৃষ্টির সহজ আনন্দে
ওরা ভেঙে দিতে চায় মানুষের শাসনে-গড়া
এই জটিল পৃথিবী ;
মুছে দিতে চায়
বিভেদের খাড়া-পাহাড় !

ইচ্ছে যায়, ছিনিয়ে আনি
সেই সব আরণ্য আশ্বাস
এই সমস্যা-জর্জর মহানগরীর বুকে ঃ
হয়ত একদিন দেখা দেবে সহজ সুন্দর এক আদিম পৃথিবী।

বিদ্যাসাগর

প্রখর সূর্যালোকে জীবনের প্রবেশ-প্রস্থান।
শতাব্দীর স্বপ্ন তোমার দু'চোখে।
হে সূর্যসারথি, আগামী দিনের অগ্রদূত—
তোমায় শত কোটি প্রণাম।
আকাশ, মাটি, জল—আমার আশেপাশের যাবতীয় পার্থিব
অনভূতি দিয়ে তোমার অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে অপারগ ঃ
বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের এক নগণ্য কবি আমি,—
আমার চেতনার আকাশে এখন
নষ্টনীড়, ভ্রষ্টপথ শ্যেনপাখিদের ভিড়,
সেখানে কী দিয়ে তোমার ব্যক্তি-সত্ত্বার পরিনিতি
যাচাই করবো ? শুনেছি, তুমি করুণার সাগর—বিদ্যাসাগর।
সে তো এক আজন্ম বিপ্লবী, উচ্ছৃঙ্খল মহাকবির
প্রাণের প্রগল্‌ভতা !
আর, ওই মৌন-মূক, চির-বঞ্চিতা বংগললনাদের কথা ?
তারা তো কোথায় হারিয়ে গেছে
শতাব্দীর ঘৃণিত, দূষিত, পঙ্কিল জনারণ্যে !
তোমার বিপ্লবী আত্মার আর্তনাদ
আজ আমার হৃদয়ে স্পন্দিত।
তবুও কোনো কোনো অসতর্ক মুহূর্তে,
আমার মনের অবচেতনার তিমিরে
জেগে ওঠে জীবনের আদি, অকৃত্রিম কবিতার বানী ঃ
জল পড়ে, পাতা নড়ে, বৃষ্টি ঝরে !

ছুটির দিনে

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে আকাশ মেঘে ভরা,
এখন কি আর লাগে ভালো ইতিহাসের পড়া ?
আজকে আমার স্কুলের ছুটি,—ছুটি সকল কাজে
চুপটি কোরে ঘরের কোণে থাকতে ইচ্ছা না যে ।
কাগজের এক নৌকা গড়ে ভাসিয়ে দেবো জলে,
দেখব কেমন স্রোতের টানে তরতরিয়ে চলে ।
বলতে পারো ও কোথা যায়, কোন সুদূরের পানে
হারিয়ে যেতে বাধা যে নেই অজানার আহ্বানে ।
আমিও আজ হতে যে চাই সাগরপারের পাখী
দেশ মহাদেশ ঘুরে ঘুরে বাঁধব প্রাণের রাখী ।

মুমূর্ষুর প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, হে সত্যপীর, হে ভাগ্যহীনের দেবতা—
আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কোরো।
আমাকে বাঁচিয়ে রেখো না
কেয়ারী-করা টবের ওই বটগাছটার মত ঃ
যা শুধু সূর্যের পানে চেয়ে চেয়ে
নিষ্ফল স্বপ্ন দেখে রাত্রিদিন।
আমার চারিপাশের এই যে সংকীর্ণ পরিধি,
নেই সেখানে উদার আকাশ, কী অফুরন্ত বাতাস,
অথবা, এতটুকু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য !
ওরা বৈভবের পলেস্তারা দিয়ে
ঢেকে দিতে চায় আমার চোখ দুটো,
নিঃস্ব করতে চায় আমার চেতনাকে—
কতকগুলো দেশী-বিদেশী ওষুধের উগ্র গন্ধে !

হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষমা কোরো—
ভোরের প্রথম আলোর নিঃশব্দ পদ-সঞ্চালনে
মন যদি আমার না জেগে ওঠে ;
যদি না মেতে ওঠে নীল আকাশের
তুলতুলে মেঘের সলজ্জ হাতছানিতে ;
অথবা, যদি সভয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়
চাঁদের টিপ-পরা আর তারাদের চুমকী আঁটা
নীলাম্বরী শাড়ীপরা ঐ রহস্যময়ী রাত্রির রূপ দেখে।

হে ঈশ্বর, আমার শেষ প্রার্থনা শোনো ঃ
আমাকে নিয়ে চলো তোমার সৃষ্টির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে,

যেন পরম নির্ভয়ে নিতে পারি একবুক নিঃশ্বাস।
জানি আমার এই স্থূল দেহটা চূর্ণ হয়ে যাবে একদিন।
কিন্তু, আমার সমস্ত চেতনা নিঃশেষ হয়ে যাবার আগে,
আজ শেষবারের মত আমার শীর্ণ বাহু দু'টো
আকাশের পানে মেলে ধরতে দাও—
কারণ, তুমি তো জান,
ওই তাওয়ায়—সেঁকা রুটির মত
মন আমার আজও সজীব আর তেমনি সকঠিন।

নার্স

আমি একজন নার্স ঃ
গায়ে সাদা এ্যপ্রন, কোমরে রঙীন বেল্ট, আর
মাথায় সাদা কাপড়ের ভাঁজ করা টুপী ;
হাত দু'টো আমার খালি নেহাৎ
চুড়ির টুংটাং শব্দ ওঠে না সেখানে,
আমার সমস্ত দেহটা আঁটি সাঁটি কোরে ঢাকা ঃ
নারীত্বের জৌলুষকে উপচে পড়তে দিইনি
কোন মতেই—
আমি একজন সাধারণ নার্স
—ময়নামতী হাসপাতালের।

তোমরা কেউ আমাকে ডাকো 'সিস্টার',
কেউ বলো 'স্টাফ্', আর কেউ বা শুধু 'নার্স' ;
—যে কোন ডাকেই সাড়া দিই আমি।
আবার কেউ বা জানতে চাও, আমার নাম।
আমি ম্লান হেসে এ-প্রশ্ন এড়িয়ে যাই।
আমি যে একজন সাধারণ নার্স
একটা ছোটখাটো হাসপাতালের—
এইটেই তো আমার সবকিছু পরিচয় !

তোমরা আমাকে কখনো দেখ রাত্রে,
কখনো বা সকালে—
ছকে-বাঁধা 'ডিউটি' আমার,
জীবনটা-ও তাই।

তোমরা কেউ আমাকে ভয় কর, কেউ কর ঘৃণা,
কাউকে আবার আহা-উহু করতে শুনি।
এ-সবের কোন মূল্য নেই আমার কাছে ঃ
আমি যে সেবার বিনিময়ে বিকিয়ে গেছি,
হৃদয়ের হাটে।
রোজ তোমাদের আমি ওষুধ খাওয়াই, শরীরের উত্তাপ নিই,
মাথায় হাত বুলিয়ে দিই,' আর
কখনো কখনো নিয়মভঙ্গের দায়ে ধমকে উঠি ;
এর পেছনে নেই কোন মায়া-মমতার বালাই।
আমার সম্পর্ক শুধু রোগের সঙ্গে,—
রোগীর পরিচয় সেখানে গৌণ।
তোমরা বলতে পার আমি হৃদয়হীনা।
তাতে নালিশ জানাবো না কোনদিন কারুর কাছে।
নিজের কথা ভাবতে প্রায় ভুলেই গেছি।
স্টাফ্ কোয়ার্টার্সে—যখন এক্‌লা থাকি,
এক একদিন মনে হয়
যদি তোমাদের মত আমিও রোগী হ'তে পারতাম !

ক্লান্ত চোখে

কী এক আশ্চর্য অবক্ষয়
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
স্থাবরে জঙ্গমে
দৈনন্দিন প্রত্যাশার বিষণ্ণ শরীরে।
সদ্যোজাত শিশুর কান্নায়
মাতৃস্নেহে
যুবতী নারীর লুব্ধ উর্বশী-প্রেমে।
নতজানু সভ্যতার ভীড়
কাকজ্যোৎস্না বিভ্রান্তির বিস্ময় বধির।

বিংশ শতাব্দীর এই গোলকধাঁধায়
অসহায় মানবক বুকে হেঁটে যায়
যেন সরীসৃপ
আদিম অরণ্য পথে। দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকারে
কে দেবে সন্ধান তার আলোর ঠিকানা!
বেঁচে থাকা পরিহাস,
তবু মৃত্যু নেই
অমৃতের পুত্র সে-ই।
রুদ্ধ পথ। স্তব্ধ গতি। কোথা আলো প্রেম?
ক্লান্ত চোখ খুঁজে ফেরে
মুক্তিদাতা একালের যীশু।

ফিরে এসো নেতাজী সুভাষ

এখনও তোমার নামে উচ্চকিত
সমুদ্র আকাশ
প্রতীক্ষায় বিনিদ্র বিস্ময় ঃ
লক্ষ লক্ষ ক্লিষ্টপ্রাণ মুক্তিকাম মানুষের চোখে
আশার কোহিমা জ্বলে।
ইথারে ইথারে ভাসে বলিষ্ঠ কণ্ঠের সেই
উদাত্ত আহ্বান ঃ চলো, দিল্লী চলো।

দিল্লী আজ স্বপ্ন নয়,—
নয় ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য-নগরী
রাজা বাদশার—
প্রাসাদে মিনারে আর দুর্গম প্রান্তরে
লিখিত সে ইতিহাস,
স্বাধীনতা প্রেমিকের প্রাণের স্বাক্ষরে ঃ
ভোগ কর জীবনেরে দৃঢ়দৃপ্ত হাতে
ত্যাগের আঘাতে।
ঘুচে যাক স্বার্থসিদ্ধ বৈষম্যের গ্লানি
প্রেমে-পুণ্যে মানুষের সম-অধিকার।

কোথা সেই মহামন্ত্র বানী ?
কুটিল পঙ্কিল পথে
মানুষে মানুষে হানাহানি
পৈশাচিক সুখে—

মানব দানব নয়,

তবু এ কী অবুঝ উল্লাস

বিড়ম্বিত জীবনের বিমূঢ় অধ্যায় !

হতাশা-জর্জর এই অভিশপ্ত জাতির হৃদয়ে

ফিরে এসো, ফিরে এসো

মহাত্যাগী নেতাজী সুভাষ ।

লিমেরিক

সাহেবের মাথাধরা, মেম ছোটে পিছু
গোলমেলে ব্যাপারের বুঝি না তো কিছু,
খানসামা মহাখুশী,—এই বেশ ভাল
ঘন ঘন কেতলীতে প্রেম-সুধা ঢাল।

।। গান ।।

হৃদয় হারিয়ে গেছে অন্ধকারে,
রেখেছি গোপন তারে বন্ধ দ্বারে।
কথা কি জানে তার প্রাণের কথা,
মুখর রাত্রি, শুধু নীরবতা—
ঘুচাও মনের সেই দ্বন্দ্বটারে ।।

হৃদয়ে কী ব্যথা তার
তুমি তো জানো,
ব্যর্থ আকিঞ্চণে
আঘাত হান—
যৌবন-ভরা এই জীবন-নদী
হারায় চলার পথ,—স্তব্ধগতি
সুরের আগুনে বাঁধো ছন্দটারে ।।

প্রান্তিক

ধু ধু প্রান্তর
দু' একটা ছাউনী
উন্মুক্ত জীবন ঃ
ওরা থাকে শহরের উপান্তে,
বন্ধুর পথ মিলে-মিশে যেখানে একাকার।
ওদের বলিষ্ঠ শরীরে,
নেই শহরের দূষিত বাষ্পের আঘ্রান,
নেই হতাশার ব্যর্থ হাহাকার,
জীবন-যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি।
ওদের নিঃসঙ্গ জীবনে—
প্রাণের প্রাচুর্য
বাঁচার আশ্বাস
অফুরন্ত প্রতিশ্রুতি।
ওরা চলে, অনির্বাণ অগ্নিশিখা
হাতে নিয়ে চলে—
শাশ্বত সত্যের সন্ধানে।
শহরের সব কোলাহলের বাইরে
প্রান্তিক জীবনের এই যে প্রাণ-স্পন্দন—
হতাশা-জর্জর মুমূর্ষু জাতির
মুক্তির পথে—
সেই হোক্ আগামী দিনের আলোর দিশারী।

নিজেকে নিয়ে ভাবনা

ভাবনা হয় নিজেকে নিয়েই ঃ
চলতি পথের ধারে যে জটলা
সেখানে উঁকি মারতে গিয়েছি,
দেখলাম, পকেট খালি ।
আবার, প্রাণপণে কোন রকমে ভিড় ঠেলে
একটা চলতি বাসে ঠাঁই ক'রে নিয়েছি
একশ'টা ঈর্ষাকাতর চোখ
আমাকে কটাক্ষ করে ।
সমাজের শরীরে যে পূতিগন্ধ কণ্ডূতি
তার থেকে গা বাঁচিয়ে
একটু নিশ্চিন্তে বড়গঙ্গার পাড়ে নিরিবিলি ব'সেছি
প্রেমোচ্ছল দু'জোড়া চোখ
আমাকে ব্যঙ্গ করে ব্যর্থ প্রেমিক ব'লে ।
আমার এই প্রক্ষিপ্ত জীবনে
সত্যিই নিজেকে নিয়ে বড় ভাবনা হয় ।

ভাস্বতী, তুমি

তোমাকে নিয়ে একটাও কাবতা লিখিনি ঃ
সবুজে অবুঝে মেশা নিঃসঙ্গ মনের নিরুক্ত স্বাক্ষর।
অথচ, তুমি তো জান, তুমি আমার কে।
শ্রাবণের অঝোর ধারায় যেদিন ঠাঁই নিয়েছিলুম
তোমার কঁুড়ে ঘরের ছোট্ট ছাউনিতে—
তোমাকে দেখেছিলাম ঝড়ের মুখের দুরন্ত দীপশিখা।
তোমার উত্তাপ থেকে জ্বেলেছিলাম
আমার হৃদয়ের সল্‌তে,—
আজও তা অনির্বাণ।

তুমি হারিয়ে গেছ লক্ষ চোখের আড়ালে,
তারায় তারায় তোমার পরিচিতি,
ইথারে ইথারে আনাগোণা ঃ
বিগতদিনের এক টুক্‌রো অলিখিত ইতিহাস।
ক্ষয়-ক্ষতির কোন অবকাশ নেই,
নেই উচ্ছ্বাসভরে কবিতা লেখার।
সেদিন যে-কথা বলা হয়নি,
আজ তাই-ই জানিয়ে রাখি ঃ
তুমিই আমার প্রাণের মূর্তিমতী কবিতা।

অন্য মন

সব কিছুতেই অনাসক্তি
অথচ, সব কিছুতেই আমি।
এই আপাত অসঙ্গতির টানাপোড়েনে
জীবনটা বাঁধা।
আর, তাই নিয়েই পথ চলতে চলতে
রকবাজ ছেলেগুলোকে দেখে
লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিই।
অথচ, কখন যে এদের দলে ভিড়ে গিয়ে
দাদা ব'নে যাই তার হদিশ রাখিনা।
কেউ কেউ বলে ঃ আমি নাকি সাবেক কালের
একজন নীতিবাগীশ,
আর বন্ধুমহলে আমার পরিচয়, বুদ্ধিজীবি
জাঁহাবাজ !
কিন্তু, ওরাতো জানেনা এ-সব নিন্দাস্তুতির
বাইরে আমার জীবন-পরিক্রমা।
তাই আমার মনের আয়না-আঁখির সামনে দিয়ে
কেউ এলে-গেলে
ঝুঁটি বাধা কাকাতুয়াটার মতো
বোলে উঠি ঃ কে গো ? কে গো ?

হে হৃদয়, তুমি কথা কও

এমনটিই হয় ঃ

যা' চাই তা' পাই না,—

যাকে ভালবাসি সে সুদূরে স'রে থাকে।

তবু, কুহকিনী প্রেমে আমার বিবেক-বুদ্ধি-চৈতন্য

মুগ্ধ বিস্ময়ে নিমগ্ন।

আমার বাড়ির ছাদের আলসে বেয়ে

যে—লতানে গাছটা

একটা পলকা আমগাছের ডাল ধ'রে

তরতর ক'রে এগিয়ে চলেছে,

ওতো জানে না ওর সর্বনাশা পরিসমাপ্তি আসন্ন।

ঠিক তেমনি ভাবেই

আমার এই জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে

আঁকড়ে ধ'রে

বেঁচে থাকা মূল্যহীন।

সুনিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়েও

আমার বিস্ময়-বিমূঢ়

প্রেম-প্রীতি-প্রত্যয়ের মুখের লাগামটা

ক'ষে ধ'রে রাখতে পারছি না।

হে হৃদয়, তুমি কথা কও•••কথা কও•••কথা কও'

অমন নির্বাক মর্মবেদনায়

নিজেকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিও না।

বেলাভূমির স্বপ্ন

কী জানি, কোথাও যেন ভুল থেকে গেছে—
যা-কিছু মহান্ সত্য
দুই হাতে ভ'রে নিই
বিশ্বাসের ঝুলি :
ভাল আর মন্দে মেশা বিপ্রলব্ধ প্রেমের প্রকাশ !
যাক্ যাক্ সব কিছু
বিস্মৃতির গুহা-গর্ভে,—
কি হবে লালন ক'রে নৈরাশ্যের অশুচি সঞ্চয় ?
অনিত্য জীবন শুধু
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যু দিয়ে গড়া :
আশা আর আকাঙ্খার মুগ্ধ অবক্ষয় ।
আমি কি বেসেছি ভাল
বিন্দু-বিন্দু জীবনের রূঢ় আহ্বান :
কে আমাকে ঘৃণা করে, ঈর্ষা করে
বাক্যবাণে বিদ্ধ করে
অশুভ চিৎকারে ?
তবু আমি হাসি খেলি ভুলে যাই
তিলে তিলে জমা-করা জীবনের গ্লানি ।
সব চেয়ে ভাল বাসি সে-আমি কে,
যে আছে আমার থেকে হাজার যোজন
পথ দূর ।